দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... DEC 15 1999..
পৃষ্ঠা ৭২ ... কলাম ...৪.....

৬১

সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নামে ভুয়া এনজিও'র ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের পাঁয়তারা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশজুড়ে পাঁচ লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নামে একটি ভুয়া এনজিও পৌনে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে মায়াকান্না দেখিয়ে রাজধানীভিত্তিক একটি জালিয়াতচক্র ফায়দা লুটতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই চক্রটি 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি এনজিও খুলে দেশজুড়ে সন্দেহজনক ও হাস্যকর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় দু'টি স্কুল খুলে ১৪ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদের কাছ থেকে সাড়ে সাত শ' টাকা আদায়ের ফন্দি এঁটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামে কথিত এনজিওটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠিয়েছে। এই চিঠিতে প্রত্যেক প্রধান শিক্ষককে দু'টি স্কুলের জন্য সাতজন করে চৌদ্দজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই ১৪ শিক্ষকের কাছ থেকে সাড়ে সাত শ' টাকা নিয়ে তা 'জাপান মানব উন্নয়ন সংস্থা'র নামে ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠাতে বলা হয়েছে। সংস্থার হেড অফিসের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ১৭/৩, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা। একজন প্রধান শিক্ষক এই ঠিকানায় কোন অফিস খুঁজে পাননি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সংস্থা জিইপি বা কুরিয়ার সার্ভিসযোগে কোন চিঠি গ্রহণ করবে না। অবশ্যই সাধারণ ডাকে চিঠি পাঠাতে বলেছে।

কথিত এই এনজিও প্রত্যেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় একটি প্রাথমিক গণশিক্ষা ও একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলার অঙ্গীকার করেছে। দু'টি কেন্দ্রে শিক্ষক ও কর্মচারী থাকবে ১৪ জন। দেশে বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশি। প্রতি স্কুল

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১২-এর পাতার পর) **সারা দেশে প্রাথমিক**

এলাকায় দু'টি কেন্দ্র খুললে মোট কেন্দ্রের সংখ্যা হয় ৭৪ হাজার। এই ৭৪ হাজার কেন্দ্রে সাতজন করে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করলে মোট নিয়োগ পাবে পাঁচ লক্ষাধিক বেকার। বেকার প্রতি ৫৫ টাকা নেয়া হলে এই পাঁচ লক্ষাধিকের কাছ থেকে আদায় হবে পৌনে তিন কোটি টাকা। দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের কাছে পহেলা ডিসেম্বর থেকে এই জালিয়াতি চিঠি পাঠানো শুরু হয়। ডিসেম্বরের মধ্যে ১৪ শিক্ষক নিয়োগ করে মোট সাত শ' টাকা ব্যাংক ড্রাফট ও ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাধারণ ডাকযোগে পাঠাতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে কতজন প্রধান শিক্ষক এই খপ্পরে পড়েছেন তা জানা যায়নি। তবে বিষয়টি গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) এসএম হায়দার বলেন, যতদূর মনে হয় এটি ভুয়া। এমন শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হলে তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের জানার কথা।

এডাব, খুলনার চেয়ারপার্সন কাজী ওয়াহেদুজ্জামান বলেন, সরকারী প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে এমন চিঠি আসছে বলে তিনি শুনেছেন। তিনি বলেন, চিঠিটি দেখলেই পরিষ্কার যে বিষয়টি ভুয়া। কাজী ওয়াহেদুজ্জামান মনে করেন যে, এই দুর্মূল্যের বাজারে দরিদ্র ও অসহায় বেকাররা যাতে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হয় সে জন্যই বিষয়টির তদন্ত হওয়া জরুরী।

খুলনার মিস্ত্রীপাড়াস্থ পূর্ববানিয়াখামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ আবদুল মজিদ জানান, তিনি গত ৬ ডিসেম্বর ১৪জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য মানব উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি ভুয়া এনজিও'র চিঠি পান। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মনে হয়েছে, সারাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের জন্য এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এদিকে মানব উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প পরিচালক হিসাবে মোঃ নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছেন। সংস্থার বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট ও চিঠি পাঠানোর ঠিকানা দেয়া হয়েছে– জাঃ মাঃ উঃ স, ১৭/৩ শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। চিঠিটি ডিসেম্বরে পাঠানো হলেও তারিখ লেখা আছে ০১. ০২. ২০০০।